■ বইমেলা ও বাংলা একাডেমি

বইয়ের মান ও একাডেমির ভূমিকা ঠিক করা জরুরি

এ বছরের একুশের বইমেলা অনেকটাই প্রকাশকদের এবং কিছুটা লেখকদের আগ্রহে বিলম্বে মার্চের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল। করোনার মধ্যেও আয়োজন খারাপ ছিল না। তবে প্রতিদিন মেলা খোলা রাখার সময় ছিল কম এবং বিক্রির জন্য অসুবিধাজনক। সব মিলিয়ে বলা যায়, ১৫ দিনে আড়াই হাজার নতুন বই প্রকাশিত হলেও প্রকাশকরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনিতেই দেশের প্রকাশনাশিল্প দুর্বল, পুঁজিও তাদের স্বল্প, অনেকেই পাঠ্যবই ও নোট-গাইডবই ছাপিয়ে সৃজনশীল প্রকাশনার শখ পূরণ করেন। এবার শখ মেটাতে গিয়ে তাদের ক্ষতি পোহাতে হচ্ছে। ছোট প্রকাশকদের সংগঠন এখন বাংলা একাডেমির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে।

> বাংলাদেশকে মেধাভিত্তিক জাতি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রেও বাংলা একাডেমি ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী মননশীল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ঠিক করতে হবে। এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বাংলা একাডেমি দেশের মননের প্রতীক। এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা। ফলে একাডেমির উদ্যোগে বইমেলার আয়োজন একটা যুক্তিযুক্ত কাজ। এ ক্ষেত্রে ভাবার অবকাশ রয়েছে। মেলা আয়োজনে একাডেমি, প্রকাশক সমিতি ও সরকার– কে কতটা দায়িত্ব পালন করবে, তা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। এখানে মূল কাজ তিনটি– নতুন বইয়ের প্রকাশনা, মেলা আয়োজন এবং মেলা ঘিরে মাসব্যাপী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে-সংস্কৃতিভিত্তিক সেমিনার।

আমরা মনে করি, প্রকাশিত বইয়ের মান নির্ধারণ, সুষ্ঠুভাবে মেলার আয়োজন এবং অর্থপূর্ণ ও কার্যকর সেমিনার নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। বইয়ের মান নির্ধারণ ও সেমিনার আয়োজনের দায়িত্ব বাংলা একাডেমির ওপর দিয়ে মেলার আয়োজন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে অধীন প্রকাশক সমিতির দায়িত্বে থাকাই ভালো। সব ক্ষেত্রেই মন্ত্রণালয় ও একাডেমির প্রতিনিধি থাকবেন। তা হলে মান ও আয়োজন ঠিক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের মনে হয়, এত বড় একটা আয়োজনের দায় মেটাতে গিয়ে বাংলা একাডেমির আসল ভূমিকা ব্যাহত হচ্ছে। জাতির মননের প্রতীকই যদি হবে প্রতিষ্ঠানটি– তা হলে এর কাজ মেলা আয়োজন, বই বেচাকেনা বা অনুষ্ঠান আয়োজনে শেষ হতে পারে না। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বাংলায় অনুবাদের কাজ কে করবে বাংলা একাডেমি না করলে? উচ্চমানের গবেষণা পত্রিকা, লোকসাহিত্যের পত্রিকাই বা কীভাবে হবে? অনেক জরুরি গবেষণার কাজও একাডেমিকে নিতে হবে। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী, মনীষী, সাহিত্যিকদের নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজনের দায়িত্বও তো একাডেমিকে নিতে হবে।

যেভাবেই হোক, বাংলাদেশকে মেধাভিত্তিক জাতি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রেও বাংলা একাডেমি ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী মননশীল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ঠিক করতে হবে। এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে অবহেলা বা ঔদাসীন্য কাম্য নয়।